

এলিয়াহ - নম্বর নয়

নবী মথিয়া বলছিলেন

Jeff Pippenger

2023-10-11

আমরা গত নবিন্দুটি শেষে করছি এমন একটি অংশ দিয়ে, যা "একটি মথিয়া আত্মা" সম্পর্কে কথা বলে। নম্বনে সেই অংশ থেকে একটি অনুচ্ছেদে দেওয়া হলো।

"পবিত্রতা-বহীন প্রচারকরা ঈশ্বরকে অবস্থান নচ্ছিলে। তারা একই নঃশ্বাসে খ্রিষ্ট এবং এই জগতের ঈশ্বরকে প্রশংসা করছে। মুখে তারা খ্রিষ্টকে গ্রহণ করে, কিন্তু তারা বারাব্বাকে আঁকড়ে ধরে এবং তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বলে, 'এই মানুষটি নয়, বরং বারাব্বা।' যারা এই পণ্ডিতগণ পিড়ছেন, সবাই সতর্ক হোন। শয়তান সে কী করতে পারে, তা নিয়ে গর্বোক্তি করছে। খ্রিষ্ট তাঁর মণ্ডলীতে যেন ঐক্য থাকে বলে প্রার্থনা করছিলেন—সেই ঐক্য ভেঙে দিতে পারবে বলে সে মনে করে। সে বলে, 'আমি বেরিয়ে যাব এবং মথিয়া আত্মা হব, যাদের পারি তাদের প্রতারণা করতে, সমালোচনা করতে, নিন্দা করতে এবং বকিত করতে।' যে মণ্ডলী মহান আলো ও মহান প্রমাণ পেয়েছে, সেই মণ্ডলী যদি প্রতারণার পুত্র, মথিয়া সাক্ষীকে আশ্রয় দেয়, তবে সেই মণ্ডলী প্রভু যে বারতা পাঠিয়েছেন তা পরিত্যাগ করবে এবং সবচেয়ে অযৌক্তিক দাবি, ভ্রান্ত অনুমান ও ভ্রান্ত তত্ত্ব গ্রহণ করবে। তাদের মূর্খতায় শয়তান হাসে, কারণ সে জানে সত্য কী।" Testimonies to Ministers, 409.

ধরা যাক, 'প্রতারণা ও মথিয়া সাক্ষীরে সন্তানকে এমন এক গরিজা আশ্রয় দেয়, যে গরিজা প্রচুর আলো ও শক্ত প্রমাণ পেয়েছে; এবং সেই গরিজা প্রভু যে বারতা পাঠিয়েছেন তা ত্যাগ করে এবং সবচেয়ে অযৌক্তিক দাবি, মথিয়া অনুমান ও ভ্রান্ত তত্ত্বসমূহ গ্রহণ করে।' ১৮৬৩ সালে, মলিরাইট অ্যাডভেন্টজিম 'ফরিয়ে' গিয়েছিলি ধর্মত্যাগী প্রোটস্ট্যান্টবাদ যে অযৌক্তিক ও মথিয়া পদ্ধতি ব্যবহার করত সেই পদ্ধতিতে, এবং লবীয় পুস্তক ২৬-এর 'সভেনে টাইমস' সম্পর্কে উইলিয়াম মলিয়ারে সনাক্তকরণকে পরত্যাখ্যান করছিলি। 'ফরিয়ে যাওয়া'র বসিটি গণনা পুস্তক ১৪-এ বিদ্রোহীদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিলি, যখন তারা এক অধিনায়ক বছে নিয়ে মশিরে ফরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলি।

তারা একে অন্যকে বলল, আস, আমরা একজন নতো বছে নহি, এবং মশিরে ফরিয়ে যাই।
গণনাপুস্তক ১৪:৪।

ধর্মচ্যুত প্রোটস্ট্যান্টধর্মে "ফরিয়ে যাওয়া" প্রসঙ্গটি ফরিময়িহরে দ্বারাও উপস্থাপিত হয়েছিলি; অধ্যায় পনেরোতে তাকে বলা হয়েছিলি যে পততি প্রোটস্ট্যান্টরা তার কাছে ফরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু তিনি যেন তাদের কাছে "ফরিয়ে" না যান।

আমি বিদ্রূপকারীদের সমাবেশে বসিনি, উল্লাসও করিনি; তোমার হাতের কারণে আমি একা বসেছিলাম, কারণ তুমি আমাকে ক্షোভে পরপূরণ করছে। আমার যন্ত্রণা কনে চরিস্থায়ী, আর আমার ক্షত কনে আরোগ্যহীন, যা সুস্থ হতে অস্বীকার করে? তুমি কি সম্পূর্ণভাবে আমার কাছে মথিয়াবাদীর মতো হবে, এবং এমন জলের মতো, যা শুকিয়ে যায়? অতএব প্রভু এইরূপ বলেন, যদি তুমি ফরিয়ে আস, তবে আমি তোমাকে আবার ফরিয়ে আনব, এবং তুমি আমার সামনে দাঁড়াবে; আর যদি তুমি ঘৃণ্য থেকে মূল্যবানকে বের করে আন, তবে তুমি আমার মুখের মতো হবে; তারা তোমার দিকে ফরিয়ে আসুক, কিন্তু তুমি

তাদের দিকে ফিরে য়েও না। আর আমিতোমাকে এই জাতরি জন্য এক দৃঢ় পতিলরে
প্রাচীর করব; তারা তোমার বিরুদ্ধে লড়বে, কনিতু তোমার বিরুদ্ধে বজিযী হতে পারবে না;
কারণ আমিতোমার সঙ্গে আছি, তোমাকে রক্ষা ও উদ্ধার করার জন্য, প্রভু বলেন।
যরিমযি ১৫:১৭-২০।

পততি প্রোটস্টেট্যান্টধর্ম ফরিে না যাওয়ার নীতরি সম্ভবত সবচয়ে স্পষ্ট
ভবষিযদ্বাণীমূলক দৃষ্টান্তটি পাওয়া যায় অবাধ্য নবীর কাহনিতি, যনি উত্তরে দশটি
গোত্ররে প্রথম রাজা যেরোবোয়ামরে কাছ তরিস্কাররে বার্তা পৌছে দয়িছেলিনে।

আর রাজা ঈশ্বররে মানুষকে বললনে, আমার সঙ্গে গৃহে চল, এবং বশিরাম নাও; আর আমি
তোমাকে পুরস্কার দেবে। ঈশ্বররে মানুষ রাজাকে বললনে, তুমি যদিতোমার গৃহরে
অরধকেও আমাকে দাও, তবু আমিতোমার সঙ্গে ভতিরে যাব না; এবং আমি এই স্থানে না
রুটি খাব, না জল পান করব। কারণ প্রভুর বাক্য আমাকে এভাবে আদশে করছে, বলছে,
রুটি খেও না, জলও পান করো না, আর তুমি য়ে পথে এসছেলি, সেই পথেই ফরিে য়েয়ো না।
তাই তনি অন্য পথে চলে গেলনে, এবং য়ে পথে তনি বিতেলে এসছেলিনে, সেই পথ দয়িে
তনি ফরিে গেলনে না। ১ রাজাবলি ১৩:৭-১০।

অবাধ্য নবীকে ঈশ্বর বলছেলিনে য়ে তনি য়ে পথ দয়িে এসছেন, সেই পথ দয়িে য়ে ফরিে না
যান। মলিারাইট অ্যাডভেন্টজিম সার্দসি দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত প্রোটস্টেট্যান্টজিম থেকে
বরেযিে এসছেলি, এবং তাদের আর সখোনে ফরিে যাওয়া উচতি ছিল না। যদও অবাধ্য নবী
ভালোভাবেই জানতনে য়ে য়ে পথে তনি এসছেন সেই পথ দয়িে ফরিে যাওয়া উচতি নয়,
যেরোবোয়ামরে রাজ্যরে এক মথিয়া নবী তাকে বলল য়ে ঈশ্বর বলছেন, অবাধ্য নবী য়ে
মথিয়া নবীর বাড়তি ফরিে গয়িে তার সঙ্গে আহার করে। ঈশ্বররে নরিদশে সতত্বও, তনি
ঠকি সটোই করলনে। তনি মথিয়া নবীর খাবার খতে শুরু করতই, বাইবেলে স্পষ্টভাবে জানায় য়ে
সামারযিার সেই নবী মথিয়া বলছেলি।

তৎসময়ে বতেলে এক বৃদ্ধ ভাববাদী বাস করতনে; এবং তাঁর পুত্ররা এসে তাঁকে সেই দিন
বতেলে ঈশ্বররে জন যা যা কাজ করছেলিনে সব জানাল: রাজাকে তনি য়ে কথাগুলি
বলছেলিনে, সগেলিও তারা তাদের পতিকে বলল। তাদের পতি তাদের বললনে, তনি কোন
পথে গেলনে? কারণ তাঁর পুত্ররা দেখেছেলি, যহিদা থেকে আসা সেই ঈশ্বররে জন কোন
পথে গেছেন। আর তনি তাঁর পুত্রদের বললনে, আমার গাধাটিতে জনি কষে দাও। তাই তারা
তাঁর জন্য গাধাটিতে জনি কষল; এবং তনি তাত আরোহণ করলনে, তারপর তনি ঈশ্বররে
জনরে পছিনে গেলনে, এবং তাঁকে এক ওক গাছরে নীচে বসে থাকতে পলনে; এবং তনি
তাঁকে বললনে, তুমি কি সেই ঈশ্বররে জন, যহিদা থেকে এসছে? তনি বললনে, আমি তখন
তনি তাঁকে বললনে, আমার সঙ্গে ঘরে চল, এবং রুটি খাও। তনি বললনে, আমিতোমার
সঙ্গে ফরিতে পারি না, তোমার সঙ্গে ঘরে প্রবশেও করতে পারি না; এই স্থানে আমি
তোমার সঙ্গে রুটি খাব না, জলও পান করব না; কারণ সদাপ্রভুর বাক্য আমাকে বলা
হয়ছে, সখোনে তুমি রুটি খাবে না, জল পান করবে না, এবং তুমি য়ে পথে এসছেলি সেই পথে
ফরিেও য়েও না। তনি তাঁকে বললনে, আমিও তোমার মতো একজন ভাববাদী; এবং
সদাপ্রভুর বাক্যে এক স্বর্গদূত আমাকে বলছেন, তাকে তোমার সঙ্গে তোমার ঘরে
ফরিযিে নযিে এসো, যাত সে রুটি খায় ও জল পান করে। কনিতু তনি তাকে মথিয়া
বলছেলিনে। তাই তনি তার সঙ্গে ফরিে গেলনে, এবং তার ঘরে রুটি খিলনে ও জল পান
করলনে। ১ রাজাবলি ১৩:১১-১৯।

অবাধ্য নবী শমরযিয়ার মথিযাবাদী নবীর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করছেলি, অর্থাৎ তিনি এক ধর্মত্যাগী নবীর বার্তা গ্রহণ করছেলিনে এবং পুরভুর বার্তাকো প্রত্যাখ্যান করছেলিনে। যো বার্তাটি তিনি সেই একই দিনে বিশ্বসতভাবে পোঁছে দয়িছেলিনে। তিনি ভালোই জানতনে যো তাঁকে ফরিতে যতে নেই, তবু তিনি তা-ই করলনে। সসিটার হোয়াইট আমাদরে জানান যো, যদি 'প্রতারণা ও মথিযা সাক্ষ্যরে পুত্র'কে এমন একটা মণ্ডলী গ্রহণ করে, যো মণ্ডলী মহান আলো ও মহান প্রমাণ পয়েছে, তবে সেই মণ্ডলী প্রভু যো বার্তা পাঠয়িছেনে তা বর্জন করবে। মলিরাইট ইতহিসে প্রথম স্বর্গদূত তার মহম্মা দয়ি পৃথবীকে আলোকতি করছেলি। ১৮৪০ সালে, প্রথম স্বর্গদূতরে বার্তা বিশ্বরে প্রতটি মিশিন স্টেশনে পোঁছানো হয়ছেলি।

"আমাদরে জগতে প্রভুর শক্তিও মহান মহম্মাসহ শীঘ্র আগমনরে সংবাদটি সত্য, এবং ১৮৪০ সালে এর ঘোষণা দতিে বহু কণ্ঠস্বর উঠছেলি।" Manuscript Releases, খণ্ড ৯, ১৩৪.

এর কিছু পরেই, মলিরাইট অ্যাডভেন্টবাদ ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদরে পদ্ধতির "মথিযা"তে ফরিতে গেলে এবং ঈশ্বর উইলিয়াম মলিয়ারে মাধ্যমে পাঠানো "পুরভুর বার্তা"কে পরতি্যাগ করল। তারা এলিয়াহরে উপস্থাপতি মোশরে বার্তাটিও পরতি্যাগ করল, আর মলিরাইট ইতহিসরে শুরুতে গ্রহণ করা "মথিযা"ই শেষে কালে বিশ্বাস করা "মথিযা"র প্রতিনিধিত্ব করে; যো "মথিযা" লাওদকীয় অ্যাডভেন্টবাদরে ওপর প্রবল ভ্রান্ত নিয়ি আসে।

আর যারা নাশ হচ্ছে, তাদরে মধ্যে অধর্মকিতার সব রকম প্রতারণা আছে; কারণ তারা সত্যরে প্রমে গ্রহণ করনে, যাতো তারা উদ্ধার পতে পারে। আর এই কারণেই ঈশ্বর তাদরে কাছে প্রবল ভ্রান্ত পাঠাবনে, যাতো তারা মথিযাকে বিশ্বাস করে; ফলে যারা সত্যে বিশ্বাস করনে, বরং অধর্মকিতায় আনন্দ পায়, তারা সকলেই দণ্ডতি হবে। ২ থসিলনীকীয় ২:১০-১২।

আমরা প্রদর্শনরে চেষ্টা করছি যো, বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্য শাসন করছে এমন সময়ে প্রোটেস্ট্যান্টবাদরে শি ও প্রজাতন্ত্রীবাদরে শিয়ারে সমান্তরাল ইতহিসগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্টভাবে প্রতীক হিসেবে এলিয়াহর ভূমিকা কী। ১৮৬৩ সালরে সব বিষয়কে ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে একসাথে আনতে অসুবিধা, অন্তত আমার জন্ম, হলো বিভিন্ন পারস্পরিকভাবে সম্পর্কতি ধারা, যা "ঘুরপথরে যুক্তি" ধারণার সীমানায় পোঁছে যায়। সোজাসাপটা যুক্তি সবসময়ই সর্বোত্তম পন্থা, কন্তু ঈশ্বরকি সত্যগুলো এবং সেই সত্যগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক নরিণয় করা কঠনি কাজ, কারণ সেগুলো বাইবেলে "এখানে একটু, সেখানে একটু" করে পাওয়া যায়।

তনিকাকে জ্ঞান শেখাবনে? আর কাকে তনি শিক্ষা বুঝতে শেখাবনে? যারা দুধ ছেড়েছে, যারা স্তন থেকে সরানো হয়ছে—তাদরেকই। কারণ বধিনরে উপর বধিন, বধিনরে উপর বধিন; রখোর উপর রখো, রখোর উপর রখো; এখানে একটু, সেখানে একটু। যশাইয় ২৮:৯, ১০.

এটিও কঠনি কাজ, যখন আপনার লক্ষতি পাঠকমণ্ডলীর একাংশ আপনার আলোচতি মৌলকি সত্যগুলোর সঙ্গে পরচিতি, কন্তু অন্যরা সবকছির কাছেই নতুন। এই প্রবন্ধে আমি যিসেব সত্যরে সারসংক্ষেপে দতিে চাই, সেগুলোর প্রায় সবই হাবাক্কুকরে ফলকসমূহে পাওয়া যায়। আমি যিনে 'ঘুরযি-ফরিয়ি যুক্তি' দিছি বিলে না শোনায—এই আশঙ্কায়, আমরা আসলে সেখানে যাওয়ার আগই আপনাকে বলে দিছি আমরা কোথায় যাচ্ছি।

১৮৬৩ সালে, লাওদাকীয়া মলিরাইট অ্যাডভেন্টবাদ একটা ঈশ্বার মূর্তি স্থাপন করল। ঈশ্বার মূর্তিটি লাওদাকীয়া অ্যাডভেন্টবাদে চারটি প্রজন্মের মধ্যে প্রথমটিকে প্রতিনিধিত্ব করে।

তখন তিনি আমাকে বললেন, হে মনুষ্যপুত্র, এখন উত্তর দিকে তোমার চোখ তোলো। তাই আমি উত্তর দিকে আমার চোখ তুললাম, আর দেখে, উত্তর দিকে বদৌর ফটকে, প্রবেশদ্বারে, ঈশ্বার সেই মূর্তি ছিল। ইজকেয়িলে ৮:৫।

সভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টস্ট চার্চের চারটি প্রজন্ম শাস্ত্রের বিভিন্ন অংশে উপস্থাপিত হয়েছে, কিন্তু আমি প্রধান রফোরনেস হিসেবে ইজকেয়িলের অষ্টম অধ্যায়কে গ্রহণ করি। এর কারণ হলো, অষ্টম অধ্যায়টি নবম অধ্যায়ের দিকে নিয়ে যায়। ইজকেয়িলের নবম অধ্যায়ে এক লক্ষ চ্যাললিশ হাজারের সলিমোহর আরোপের বিষয়টি চিত্রিত হয়েছে, এবং 'টসেটমিনোসি' পঞ্চম খণ্ডে সিস্টার হোয়াইট এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন। সিস্টার হোয়াইটের মন্তব্যে তিনি সলিমোহর আরোপের সময় যরিশালমে দুই শ্রণের উপাসকের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন। ইজকেয়িলেও একই কাজ করছেন, এবং যশ্রণে সলিমোহর পাশ না, তারা অষ্টম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

যশ্রণে নিজদের আধ্যাত্মিক অধঃপতনের জন্য দুঃখিত হয় না, আর অন্যদের পাপের জন্য শোকও করে না, তারা ঈশ্বরের সীল ছাড়া থেকে যাবে। প্রভু তাঁর দূতদের—যাদের হাতে হত্যার অস্ত্র—আদেশ করেন: 'শহরের মধ্যে তাকে অনুসরণ করে যাও, এবং আঘাত কর; তোমাদের চোখ যেনে দয়া না করে, তোমরা যেনে করুণা না করো; সম্পূর্ণরূপে হত্যা করো বৃদ্ধ ও যুবক, কুমারী, ছোট শিশু এবং নারী; কিন্তু যার উপর চিহ্ন আছে তার কাছে যোগে না; এবং আমার পবিত্রস্থান থেকে শুরু কর। তখন তারা গৃহের সম্মুখে যশ্রণে প্রাচীন পুরুষেরা ছিল, তাদের থেকেই শুরু করল।'

"এখানে আমরা দেখি, গরিজা—প্রভুর পবিত্রস্থান—প্রথমই ঈশ্বরের ক্রোধের আঘাত অনুভব করেছিল। প্রবীণ পুরুষেরা, যাদের ঈশ্বরের মহান আলো দেখিয়েছিলেন এবং যারা জনগণের আধ্যাত্মিক স্বার্থের অভ্যন্তর হিসেবে দাঁড়িয়েছিল, তারা তাদের অর্পিত দায়িত্বে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তারা এমন অবস্থান নিয়েছিল যশ্রণে, প্রাক্তন দিনের মতো আর অলৌকিক কাজ ও ঈশ্বরের শক্তির সুস্পষ্ট প্রকাশ প্রত্যাশা করার দরকার নেই। সময় বদলে গেছে। এই কথাগুলো তাদের অবিশ্বাসকে শক্তিশালী করে, এবং তারা বল: প্রভু না ভালো করবেন, না মন্দ করবেন। তিনি এতই দয়ালু যশ্রণে বিচার করে তাঁর লোকদের শাস্তি দিবেন না। অতএব 'শান্তি ও নিরাপত্তা'—এই ধ্বনিই ওঠে এমন লোকদের কাছে, যারা আর কখনো তীরের মতো কণ্ঠ তুলে ঈশ্বরের লোকদের তাদের অপরাধ এবং যাকোবের গৃহকে তাদের পাপ দেখাবে না। এই বোবা কুকুরেরা, যারা ঘটে ঘটে করতে চায় না, অপমানিত ঈশ্বরের ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধই অনুভব করে। পুরুষ, কুমারী, এবং ছোট ছোট শিশুরা—সবাই একসাথে বিনাশ হয়।" সাক্ষ্যসমূহ, খণ্ড ৫, ২১১.

অধ্যায় আটে জেরুজালেমে যারা আছে—'গরিজা'—তাদের বর্ণনা করা হয়েছে; চারটি প্রজন্মের মধ্যে চতুর্থ প্রজন্মে তাদেরকে সূর্যের কাছে নত হয়ে প্রণাম করছে বলে দেখানো হয়েছে।

আর তিনি আমাকে সদাপ্রভুর গৃহের অন্তঃপ্রাঙ্গণে নিয়ে গেলেন, এবং দেখে, সদাপ্রভুর মন্দিরের দরজায়, বারান্দা ও বদৌর মাঝখানে, প্রায় পঁচিশ জন লোক ছিল; তাদের পাঠ সদাপ্রভুর মন্দিরের দিকে, আর তাদের মুখ পূর্বদিকে; এবং তারা পূর্বদিকে সূর্যকে

উপাসনা করছিল। তারপর তিনি আমাকে বললেন, হে মনুষ্যপুত্র, তুমি কি এ দখেছে? যহিদার গৃহরে কাছে কি এটি তুচ্ছ বসিয় য়ে তারা এখানে য়ে ঘৃণ্য কাজগুলো করে, তা করে? কারণ তারা দশেকে হংসায় পরপূরণ করেছে, এবং ফরিে এসে আমাকে ক্বুদ্ধ করতে প্ররোচতি করছে; আর দখে, তারা শাখাটি তাদরে নাকে ধরে। অতএব আমণি প্রচণ্ড ক্রোধে আচরণ করব; আমার চোখ তাদরে রহাই দবে না, আমকিবুণা করব না; তারা যর্দি উচ্চস্বরে আমার কানে চণ্কারও করে, তবুও আম তাদরে শুনব না। ইজকেযিলে ৮:১৬-১৮।

যমেন দশজন গুপ্তচররে মন্দ সংবাদ প্রভুর ক্রোধ উদ্রকে করছিল, তমেনা সূর্য-উপাসনাকারী বদিরোহরে পঁচশিজন নতো প্রভুর ক্রোধ "উদ্রকে" করছে। রববিাররে আইন হলো সইে "ক্রোধ-উদ্রকেরে দনি", যটেরি দকিে নবীরা আগাম ইণ্ডগতি করছেন। নবম অধ্যায় একই সময়ে যারা ঈশ্বররে সলিমোহর গ্রহণ করে তাদরে বরণনা দয়ে, কারণ এটি অষ্টম অধ্যায়রেই পুনরুক্তিও বসিতার মাত্র।

"ঈশ্বররে দাসদরে এই সলিকরণ [প্রকাশতি বাক্য ৭] সইে একই যা দর্শনে এজকেযিলেকে দখোনো হয়ছিলি।" Testimonies to Ministers, 445.

১৮৬৩ সালে, লাওদকীয় অ্যাডভেন্টবাদরে প্রথম প্রজন্ম তাদরে মরুভূমতিে ঘুরে বড়োনো শুরু করে। ১৮৬৩ সালে 'ঈর্ষার মূর্তকিে য়ে ভাববাদী ইতহিস শনাকত করে, তা হলো হারুনরে সোনার বাছুর। সোনার বাছুরটির ভাববাদী বশেষিট্য় হলো: এটি ছিল এক পশুর মূর্তি, এবং এটি ছিল সোনার তরৈ। সোনা বাবলিনরে প্রতীক; অতএব হারুনরে সোনার বাছুর ছিল বাবলিনরে পশুর মূর্তি। পশুর মূর্তি বলতে কেবেল গরিজা ও রাষ্ট্ররে সংমশিরণকে বোঝানো হয়, যখনে সম্পর্করে নয়িন্ত্রণ গরিজার হাতই থাকে।

কনিতু 'পশুর অনুরূপ প্রতমা' কী? এবং এটি কীভাবে গঠতি হব? প্রতমাটি তরৈকিরে দুই শংবশিষ্ট পশু এবং এটি পশুর অনুরূপ একটি প্রতমা। এটকিে পশুর প্রতমা বলগে ডাকা হয়। অতএব প্রতমাটি কমন এবং এটি কীভাবে গঠতি হব তা জানতে হলে আমাদরে পশু নজিই—অর্থাৎ পোপতন্ত্র—এর বশেষিট্য়সমূহ অধ্যয়ন করতে হব।

"যখন প্রারম্ভকি গরিজা সুসমাচাররে সরলতা থকে বচিয়ুত হয়ে পোত্তলকি আচার-অনুষ্ঠান ও রীতনীতি গ্রহণ করল, তখন সইে ঈশ্বররে আতমা ও শক্তি হারাল; এবং জনগণরে ববিকেকে নয়িন্ত্রণ করার জন্য সইে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রশক্তির সমর্থন খুঁজল। এর ফল ছিল পোপতন্ত্র—একটি গরিজা, যা রাষ্ট্ররে ক্ষমতা নয়িন্ত্রণ করতে এবং তা নজিস্ব উদ্দেশ্য অগ্রসর করতে ব্যবহার করতে, বশেষত 'বধির্মতি'র শাস্তদিনে। মারকনি যুক্তরাষ্ট্র যনে পশুর প্রতমূর্তি গঠন করতে পারে, তার জন্য ধর্মীয় শক্তিকে এমনভাবে সভিলি সরকারকে নয়িন্ত্রণ করতে হব য়ে গরিজা তার নজিস্ব উদ্দেশ্য সাধনে রাষ্ট্ররে কর্তৃত্বও ব্যবহার করবে।" দ্য গ্রটে কনট্রোভার্সি, ৪৪৩।

অ্যারনরে তরৈ বাছুরটি মোসসে যখন দশ আদশে গ্রহণ করছিলনে তখন বানানো হয়ছিলি। দ্বিতীয় আদশে মূর্তিপূজাকে নিষিদ্ধ করে এবং ঈশ্বররে চরতির সম্পর্কে আংশকি বরণনাও দয়ে, যখনে ঈশ্বরকে ঈর্ষাপরাষণ ঈশ্বর হিসেবে চহিনতি করা হয়ছে।

তুমতিোমার জন্য কোনো খোদতি মূর্তি, কংবা উপরে আকাশে যা আছে, নচিে পৃথবীতে যা আছে, বা পৃথবীর নীচরে জলে যা আছে, এমন কোনো কছির কোনো প্রতরূপ বানাতে না। তুম তাদরে কাছে নত হব না, তাদরে উপাসনাও করব না; কারণ আমি, তোমার প্রভু ঈশ্বর, ঈর্ষান্বতি ঈশ্বর—যারা আমাকে ঘৃণা করে, তাদরে ক্ষত্রে

পত্নীদের অন্যায্যের শাস্তিসিন্তানদের উপর তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত দহি; আর যারা আমাকে ভালোবাসে ও আমার আজ্ঞা পালন করে, তাদের হাজার হাজারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রদর্শন করি। নরীগমন ২০:৪-৬।

আহারের সোনার বাছুরের প্রতিমিটি, যহেতে তা একটি মূর্তি, তাই তা ঈশ্বরের প্রতিমাকে উপস্থাপন করে; কারণ এটি এমন ধার্মিকি ক্রোধ সৃষ্টি করছিল যা মোশিকে দশ আজ্ঞার প্রথম জোড়া পাথরের ফলক ছুঁড়ে ফলে ভেঙে দিতে বাধ্য করছিল। আমাদের উদ্দেশ্য হলো দেখানো যে ১৮৬৩ সালের নকল চার্টটি আহারের সোনার বাছুর দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ঈশ্বরের ঈশ্বর আহারের সোনার বাছুরের প্রতিপ্রকাশিত হয়েছিল, কারণ সেই সোনার বাছুরটি এক মথিয়া ঈশ্বরের প্রতিপ্রকাশিত করত। বাছুরটি ছিল ঈশ্বরের নকল প্রতিরূপ। আহারের ঘোষণা করছিল যে এটি সেই দবেতাদের প্রতিপ্রকাশিত করে যারা তাদেরকে মশিরের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছে। সেই ইতিহাসেই মোশি যে দুইটি ফলক ভেঙেছিলেন, সেগুলো ছিল সত্য ঈশ্বরের চরিত্রের একটি 'প্রতিলিপি', সেই ঈশ্বরের যিনি সত্যই তাদেরকে মশির থেকে বের করে এনেছিলেন। ১৮৬৩ সালে প্রস্তুত নকল চার্টটি একটি ঈশ্বরের প্রতিমা, কারণ এটি মোশির শপথের সাতবার অপসারণ করে হবক্কুকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুইটি ফলক ভেঙে দিয়েছে।

"আমি দেখেছি যে ১৮৪৩ সালের চার্টটি প্রভুর হাতেই পরিচালিত হয়েছিল, এবং এটি পরিবর্তন করা উচিত নয়; সংখ্যাগুলো তাঁর ইচ্ছামতোই ছিল; তাঁর হাত তার ওপর ছিল এবং সংখ্যাগুলোর কছিতে থাকা একটি ভুলকে আড়াল করে রেখেছিল, যাতে কেউই তা দেখতে না পারে, যতক্ষণ না তাঁর হাত সরিয়ে নেওয়া হলো।" আরলি রাইটসিস, ৭৪, ৭৫।

তদুপরি, এলনে হোয়াইট ১৮৪৩ সালের চার্ট পরিবর্তন না করার আদেশে 'কবেল পরিবর্তনের দ্বারা'—এই শর্ত যুক্ত করেন।

"আমি দেখলাম যে পুরোনো চার্টটি প্রভুর দ্বারা নির্দেশিত ছিল, এবং অনুপরিবর্তনা ছাড়া তার একটি অঙ্কও পরিবর্তন করা উচিত নয়। আমি দেখলাম যে চার্টের অঙ্কগুলো ঈশ্বরের যমেন চাইতেন তমেনই ছিল, এবং তাঁর হাত তার উপর ছিল ও কছি অঙ্কে থাকা একটি ভুল আড়াল করে রেখেছিল, যাতে তাঁর হাত সরানো না হওয়া পর্যন্ত কেউ তা দেখতে না পারে।" স্পলডিং এবং ম্যাগান, ২।

জেমস ও এলনে হোয়াইট ওটসি নকিলের পরিবারের সঙ্গে থাকছিলেন, যখন নকিল পরিবার ১৮৫০ সালের চার্টটি প্রস্তুত ও প্রকাশ করেছিল। ১৮৫০ সালের চার্টে যে একমাত্র বিষয়টি 'altered' করা হয়েছিল, তা হলো ১৮৪৩ সালের চার্টে প্রদর্শিত '1843' বছরের পরিবর্তে '1844' বছরটি ব্যবহার করা। একমাত্র যে বিষয়টি 'altered' করা হয়েছিল, তা ছিল সেই 'mistake'-এর সংশোধন, যটির ওপর ঈশ্বরের তাঁর হাত রেখে তা ঢেকে রেখেছিলেন। যে বাড়িতে ১৮৪৩ সালের চার্টটি 'altered' হয়ে ১৮৫০ সালের চার্টে রূপান্তরিত হয়েছিল, ঠিক সেই বাড়িতেই ভবিষ্যদ্বক্তার অনুপরিবর্তনা ছিল, এবং লবীয় পুস্তক ২৬-এর সাতগুণ সেই চার্টেও বহাল ছিল, যমেনটি ১৮৪৩ সালের চার্টেও ছিল।

দ্বিতীয় আজ্ঞা এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধাঁধার আরকেটা খণ্ড অন্তর্ভুক্ত করে, কারণ এটি জানায় যে ঈশ্বরের সংঘটিত অপরাধের বিচার করতে আসা পর্যন্ত প্রজন্মসমূহ গণনা করেন। ১৮৬৩ সালে সেনেথ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চের চার্টটি প্রজন্মের প্রথমটির সূচনা হয়, কারণ তখনই মলিরাইট আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে।

দশ আজুঞাৰ দুটা ফলক হাবাককূকৰে দুটা ফলককে প্ৰতীকায়তি কৰে; তবে সগেলো পনেটকেস্টেৰে দুটা তিোলা বুটকিও প্ৰতীকায়তি কৰে, যা ছলি পবত্ৰিস্থান সবোৰ একমাত্ৰ নবিদেন, যাৰ মধ্যৰে পাপ অন্তৰ্ভুক্ত ছলি। দশ আজুঞা প্ৰদানকালে ঈশ্বৰৰে শক্তৰি প্ৰকাশ, পনেটকেস্টে পবত্ৰি আত্মাৰ বৰ্ষণে ঈশ্বৰৰে শক্তৰি প্ৰকাশ এবং মলিরাইটদৰে দুটা চাৰ্টেৰে ইতিহাসে ঈশ্বৰৰে শক্তৰি প্ৰকাশ—এসবই পৰবৰ্তী বৃষ্টিতে পবত্ৰি আত্মাৰ বৰ্ষণে চূড়ান্ত প্ৰকাশকে প্ৰতীকায়তি কৰে। পনেটকেস্টেৰে দুটা তিোলা বুটকি সেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজাৰকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, যাৰা পৰবৰ্তী বৃষ্টিৰ সময় একটা নিশান হসিবে উচ্চ তিোলা হয়।

পনেটকেস্টেৰে তৰুগ-বুটকিগিলো "খামৰি" দযি প্ৰস্তুত কৰাৰ কথা ছলি, যা পাপৰে প্ৰতীক; কনিতু বকে কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়ায় সেই খামৰি নষ্ট হয় যতে।

এই মধ্যৰে, যখন এমন অগণতি জনতা একত্ৰতি হয়ছেলি যে তাৰা একে অপৰকে পদদলতি কৰছেলি, তনি প্ৰথমই তাঁৰ শষিযদৰে বলতে শুরু কৰলনে, তোমরা ফৰীশীদৰে খামৰি থকে সাবধান থাকো, যা ভণ্ডামি লুক ১২:১।

নাড়ানো নবিদেনৰে বুটকিগিলিছিলি প্ৰথম ফলৰে নবিদেন।

তোমরা তোমাদৰে বাসস্থান থকে দু-দশমাংশ পৰমাণৰে দুটা তিোলা-বুটকি বৰে কৰে আনবে; সগেলি সূক্ষ্ম ময়দাৰ হব; খামৰিসহ বকে কৰা হব; সগেলি সিদাপ্ৰভুৰ জন্ম প্ৰথমফল। লবীয পুস্তক ২৩:১৭।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজাৰ হল শেষে দনিগিলোতে প্ৰথম ফলৰে উৎসৰ্গ।

আমি দেখলাম, আৰ দেখো, সযিোন পৰ্বতে এক মষেশশি দাঁড়যি আছে, আৰ তাঁৰ সঙগে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজাৰ, যাদৰে কপালে তাঁৰ পতিৰ নাম লখো ছলি। আৰ আমি স্বৰ্গ থকে এক ধ্বনি শুনলাম, যনে অনকে জলৰে শব্দ, এবং যনে মহা বজ্ৰৰে শব্দ; আৰ আমি বীণাবাদকদৰে বীণা বাজানোৰ শব্দ শুনলাম। আৰ তাৰা সিংহাসনৰে সামনে, চাৰ জীবন্ত সততা ও প্ৰবীণদৰে সামনে যনে একটিনিতুন গান গাইল; আৰ পৃথিবী থকে মুক্তপ্ৰাপ্ত সেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজাৰ ছাড়া আৰ কটে সেই গান শখিত পাবল না। এৰা তাৰা, যাৰা নারীদৰে সঙগে কলুষতি হয়নি; কাৰণ তাৰা কুমাৰ। এৰা মষেশশিকে অনুসৰণ কৰে, তনি যখনই যান না কনে। এৰা মানুষদৰে মধ্য থকে মুক্তপ্ৰাপ্ত, ঈশ্বৰ ও মষেশশিৰ উদ্দেশে প্ৰথম ফলস্বৰূপ। আৰ তাদৰে মুখে কোনো ছলনা পাওয়া গলে না; কাৰণ ঈশ্বৰৰে সিংহাসনৰে সামনে তাৰা নৰিডোষ। প্ৰকাশতি বাক্য ১৪:১-৫।

শেষে দনিগিলোতে যাৰা কখনো মৰবে না, এলযিহ দ্বাৰা প্ৰতিনিধিত্বকৃত সেই উপাসকদৰে শ্ৰণে পাপৰে উপৰ সম্পূৰ্ণ জয় অৰ্জন কৰবে; কাৰণ চুক্তিৰ দূত তাঁদৰে উপৰ যে শোধনৰে আগুন আননে, তা লবৰি পুত্ৰদৰে মধ্য থকে খামৰিকে সম্পূৰ্ণৰূপে পুড়যি অপসাৰণ কৰে।

দখে, আমি আমাৰ দূতকে পাঠাব, আৰ সে আমি আমাৰ সম্মুখে পথ প্ৰস্তুত কৰবে; এবং যাঁকে তোমরা খুঁজছ, সেই প্ৰভু হঠাৎ তাঁৰ মন্দৰি আসবনে—অৰ্থাৎ সেই চুক্তিৰ দূত, যাঁতে তোমরা আনন্দ কৰো। দখে, তনি আসবনে, বলছেন সনোবাহনীৰ প্ৰভু। কনিতু তাঁৰ আগমনৰে দনি কে সহ্য কৰতে পাববে? এবং তনি প্ৰকাশতি হলে কে দাঁড়তে পাববে? কাৰণ তনি শোধকৰে আগুনৰে মতো, এবং ধোপাৰ সাবানৰে মতো। তনি বৃপাৰ শোধক ও শুদ্ধকাৰী বৃপে বসবনে; তনিলিবীযদৰে শুদ্ধ কৰবনে এবং সোনা ও বৃপাৰ মতো তাদৰে শোধন কৰবনে, যাত তাৰা ধাৰ্মকিতায় প্ৰভুৰ কাছ অৰ্ঘ্য নবিদেন কৰতে পাৰে। তখন যহিঁদা ও যৰিশালমেৰে অৰ্ঘ্য প্ৰভুৰ কাছ প্ৰযি হব, প্ৰাচীন দনিৰে মতো এবং অতীত

বছরের মতো। মালাখা ৩:১-৪।

‘পুরাচীন দনিরে ন্যায্য’ যবে নবিদেন, সটেই পনতকে ষ্টীর সময় দুটা বুটরি তরঙগ-নবিদেন। এটা নবিদেনরূপে উত্তোলতি হয়ছিলি, যা রাস্তায় নহিত দুই নবীকে নরিদশে করে; এবং তারপর রববারে আইন-সংকটরে সূচনাকালে তাঁরা নশানরূপে স্ববর্গে উত্তোলতি হন।

যখন হাবুন তাঁর সোনার বাছুরটি তৈরি করলেন, তিনি ঘোষণা করলেন যে ওই বাছুরটাই ছিল সেই দবেতারা, যারা তাদের মসির থেকে বের করে এনছিলি, এবং তারপর প্রভুর উদ্দেশ্যে এক উৎসবের ঘোষণা দলিনে।

আর তিনি তাদের হাত থেকে সেগুলো গ্রহণ করলেন, এবং খোদাই করার যন্ত্র দিয়ে তা গড়ে, একটা টালাই করা বাছুর তৈরি করলেন; আর তারা বলল, হে ইস্রায়লে, এরা তোমার দবেতারা, যারা তোমাকে মশিরে দেশে থেকে বের করে এনছিলে। আর হাবুন যখন তা দেখলেন, তিনি তার সামনে একটা বিদে নিরিমাণ করলেন; আর হাবুন ঘোষণা করে বললেন, আগামীকাল প্রভুর উদ্দেশ্যে উৎসব হবে। নরিগমন ৩২:৪, ৫।

যখন ইস্রায়লের উত্তর রাজ্য যহিাদার দক্ষিণ রাজ্য থেকে বচ্ছিন্ন হলো, তখন ইস্রায়লের প্রথম রাজা যরোবোয়াম ইচ্ছাকৃতভাবে দুটা শহরে ভুয়া উপাসনা ব্যবস্থা চালু করলেন, আহরোন যমেন ঘোষণা করছিলেন তমেনি ঘোষণা করে বললেন যে তার দুটা সোনার বাছুরই সেই দবেতা যারা তাদেরকে মশির থেকে বের করে এনছিলি, এবং আহরোন যমেন করছিলেন তমেনই একটা ভুয়া উৎসব প্রবর্তন করলেন।

আর যরোবোয়াম নিজের মনে বলল, এখন রাজ্য আবার দাযুদের গৃহে ফরি যাবে। যদি এই জাতি যিরিশালমে প্রভুর গৃহে বলদান করতে যায়, তাহলে এই জাতির মন আবার তাদের প্রভুর দকি, অর্থাৎ যহিাদার রাজা রহোবোয়ামের দকি ফরিবে, আর তারা আমাকে হত্যা করবে এবং আবার যহিাদার রাজা রহোবোয়ামের কাছে ফরি যাবে। ফলে রাজা পরামর্শ নিয়ে দুটা সোনার বাছুর বানালেন এবং লোকদের বললেন, তোমাদের পক্ষে যিরিশালমে উঠতে যাওয়া খুব কষ্টকর; হে ইস্রায়লে, দেখে, এই তোমাদের দবেতারা, যারা তোমাদের মশির দেশে থেকে বের করে এনছিলি। তিনি একটা বতেলে স্থাপন করলেন, আর অন্যটা দিনে বসালেন। আর এই কাজটা পাপ হয়ে উঠল; কারণ লোকেরা দান পরযন্ত গিয়ে সেই একটার সামনে উপাসনা করছিলি। তিনি উচ্চস্থানগুলির জন্য একটা গৃহ নিরিমাণ করলেন এবং সাধারণ লোকদের মধ্য থেকে পুরোহিত নিযুক্ত করলেন, যারা লবীয় ছিলি না। আর যরোবোয়াম অষ্টম মাসের পনেরোতম দিনে, যহিাদায় যে উৎসব আছে তার মতো একটা উৎসব নিরিধারণ করলেন, এবং তিনি বিদৌর উপর বলি দলিনে। তিনি বতেলেও তাই করলেন, তিনি যে বাছুরগুলি বানয়িছিলিনে তাদের উদ্দেশ্যে বলি দলিনে; এবং তিনি বতেলে তিনি যে উচ্চস্থানগুলি বানয়িছিলিনে তাদের পুরোহিতদের স্থাপন করলেন। অতএব অষ্টম মাসের পনেরোতম দিনে, অর্থাৎ যে মাসটা তিনি নিজের মনে স্থির করছিলেন, বতেলে তিনি যে বিদৌ বানয়িছিলিনে তাতে বলি দলিনে এবং ইস্রায়লের সন্তানদের জন্য একটা উৎসব নিরিধারণ করলেন; আর তিনি বিদৌর উপর বলি দলিনে ও ধূপ জ্বালালেন। ১ রাজাবলি ১২:২৬-৩৩।

দান অর্থ বিচার, এবং তা রাষ্ট্রকে নরিদশে করে; বতেলে অর্থ ঈশ্বরের গৃহ। হাবুনের বিদৌহের মতোই, রাজা যরোবোয়ামের বিদৌহেও প্রতীকগুলো গরিজা ও রাষ্ট্রের সেই সংমশিরণকে চহিন্তি করে, যা শেষে পরযন্ত যুক্তরাষ্ট্রের রববারে আইনের সময় ঘটে।

রববিাররে আইনটি অ্যাডভেন্টেবাদরে শেষে পর্বতে ঘটে; আর অ্যাডভেন্টেবাদরে সূচনায়, যে আন্দোলনকে ১৮৪৪ সালরে গ্রীষ্মকালে প্রোটস্ট্যান্ট শিং হিসেবে চহ্নিতি করা হয্ছেলি, সটে আইনগতভাবে রপিবলকিন শিংয়ের সঙগে একত্রতি হয্ছেলি। ফলে, হারুন ও যরেোবোয়ামরে বদিরোহ ১৮৬৩ সাল এবং শীঘ্রই আসন্ন রববিাররে আইন উভয়কই প্রতনিধিত্ব করে।

চুক্তরি দূত কনে "লবেরি সন্তানদরে" শুদ্ধ করনে এবং অন্য কোনো গোট্রকে নয়, তার কারণ হলো আহরণরে সোনার বাছুররে বদিরোহরে সময় লবীয়রই মোশরি পাশে দাঁড়িয়ছেলি। তাদরে সেই বশ্বিস্ততার জন্মই পরে তাদরেকে যাজকত্বরে প্রতনিধিত্বকারী গোট্র করা হয্; এই সম্মানটি আগে প্রতটি গোট্ররে প্রথমজাতদরে নযি়ে গঠতি হওয়ার কথা ছিলি। এই কারণই যরেোবোয়াম নশিচতি করছেলি যে তার ভূয়া যাজকত্ব লবেরি সন্তানদরে মধ্য থেকে নয়; বরং সে "জনগণরে মধ্যে সর্বনমিন্দরে মধ্য থেকে, যারা লবেরি সন্তান ছিলি না," তাদরে দযি়ে তার যাজকত্ব গঠন করছেলি।

লবেরি পুত্ররা হলনে তারা, যারা রববিাররে আইন-সংকটকালে পতাকা বা দোলা-অরুঘ্য হিসেবে অগ্নিদ্বারা পরশ্বিদ্ধ হন। শেষে কালরে রববিাররে আইন-সংকটরে ইতিহাসটি ১৮৬৩ সালরে সংকট দ্বারা প্রতীকায়তি হয্ছেলি, যখন নব-চহ্নিতি প্রোটস্ট্যান্ট শৃঙগটি আইনগতভাবে রপিবলকিন শৃঙগরে সঙগে যুক্ত হয্ছেলি। আমরা সদ্য যে অংশগুলোর উল্লখে করছে, সেগুলো নযি়ে কাজ শুরু করার আগে আমাদের আরও একটা ইতিহাসরে ধারা ববিচেনা করতে হবে।

ওই রখোটি ১৮৫৬ সালকে নরিদশে করে, এবং আমরা সটে আমাদের পরবর্তী প্রবন্ধে আলোচনা করব।

"আমাদের মহাযাজক রূপে খ্রিস্টরে অতপিবতির স্থানে আগমন—পবতিরস্থান শুচকিরণরে জন্ম—যা দানযিলে ৮:১৪-এ তুলে ধরা হয্ছে; মনুষ্যপুত্ররে প্রাচীন দিনরে কাছে আগমন, যমেন দানযিলে ৭:১৩-এ উপস্থাপতি; এবং প্রভুর মন্দরি়ে আগমন, যা মালাখি ভবিষ্যদ্বাণী করছেলিনে—এসবই একই ঘটনার বরণনা; এবং এই ঘটনাটাই আরও চতিরতি হয্ছে ববিহে বর-এর আগমনরে মাধ্যমে, যা খ্রিস্ট মর্থি ২৫-এ দশ কুমারীর উপমায় বরণনা করছেন।" মহাসংঘর্ষ, ৪২৬।